

ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২১

(১)পরে তিনি চেয়ে দেখলেন, ধনী লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দেসের দানবাক্সে তাদের দান রাখছে। (২)তিনি এও দেখলেন যে, এক গরিব বিধবা ছোট দুটো তামার পয়সা রাখলো।

(৩)তিনি বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই গরিব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে।

(৪)কারণ খরচ করার পরে যা বাকি ছিলো, তাদের সকলে তা থেকে দান করেছে কিন্তু এই মহিলার অভাব সত্ত্বেও বেঁচে থাকার জন্য তার যা ছিলো, তার সবই সে দান করেছে।”

(৫)সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন বায়তুল-মোকাদ্দেসের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা বলছিলেন, সুন্দর সুন্দর পাথর ও আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা দান কেমন সাজানো হয়েছে।

(৬)তিনি বললেন, “তোমরা যে এসব দেখছো, এমন দিন আসবে, যখন এর একটি পাথরের ওপরে আরেকটি পাথর থাকবে না, সবই ভেঙে ফেলা হবে।” (৭)তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, কখন এসব ঘটবে এবং এসব ঘটার সময়ের চিহ্নই বা কী?”

(৮)তিনি বললেন, “সাবধান, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়। কারণ অনেকে আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, ‘আমিই মসিহ!’ এবং ‘সময় কাছে এসে গেছে!’ তাদের পেছনে যেয়ো না। (৯)তোমরা যখন যুদ্ধের ও বিদ্রোহের খবর শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না। কারণ প্রথমে এসব ঘটতেই হবে কিন্তু তখনই শেষ নয়।”

(১০)তারপর তিনি তাদের বললেন, “এক জাতি আরেক জাতির বিরুদ্ধে, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। (১১)ভীষণ ভীষণ ভূমিকম্প হবে এবং নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হবে; আসমান থেকে নানা ভয়ঙ্কর লক্ষণ এবং মহৎ চিহ্ন দেখা যাবে। (১২)এসব ঘটার আগেই লোকেরা তোমাদের ধরবে এবং তোমাদের ওপরে অত্যাচার করবে। বিচারের জন্য তারা তোমাদের সিনাগোগে নিয়ে যাবে ও জেলখানায় দেবে এবং আমার নামের জন্য বাদশাদের ও গভর্নরদের সামনে তোমাদের নেয়া হবে। (১৩)সাম্রাজ্য দেবার জন্য এটি তোমাদের সুযোগ করে দেবে। (১৪)অতএব, কী বলতে হবে সে-বিষয়ে আগেভাগে চিন্তা না করার জন্য মন স্থির করো। (১৫)কারণ আমি তোমাদের এমন কথা ও জ্ঞান দেবো যে, তোমাদের বিপক্ষরা জবাব দিতে পারবে না বা তোমাদের থামাতে পারবে না।

(১৬)তোমাদের বাবামা, ভাইবন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনরা তোমাদের ধরিয়ে দেবে। তোমাদের কাউকে কাউকে তারা হত্যা করবে। (১৭)আমার নামের জন্য সবাই তোমাদের ঘৃণা করবে (১৮)কিন্তু তোমাদের মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না। (১৯)ধৈর্য ধরে স্থির থাকলে তোমাদের জীবন রক্ষা পাবে।

(২০)তোমরা যখন দেখবে সৈন্যরা জেরুসালেমকে ঘেরাও করেছে, তখন বুঝবে যে, এর সর্বনাশ, জনমানবহীন স্থান ও ধ্বংস হওয়ার সময়, কাছে এসে গেছে। (২১)সেই সময় যারা ইহুদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। যারা শহরের ভেতরে থাকবে, তারা বাইরে চলে যাক। যারা গ্রামের দিকে থাকবে, তারা শহরে না ঢুকুক। (২২)কারণ ওই দিনগুলো প্রতিশোধের দিন; যা লেখা আছে তা পূর্ণ হবার দিন। (২৩)ওই দিনগুলোতে যারা গর্ভবতী আর যারা সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, দুর্ভাগী তারা! কারণ ওই সময় দুনিয়াতে ভীষণ কষ্ট ও এই জাতির ওপরে আল্লাহর গজব নেমে আসবে। (২৪)তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করা হবে এবং যারা বেচে থাকবে তাদেরকে সমস্ত জাতির মধ্যে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে! যতোদিন না জাতিদের সময় পূর্ণ হয়, ততোদিন তারা জেরুসালেমকে পায়ে মাড়াবে।

(২৫)সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোর মধ্যে অনেক চিহ্ন দেখা দেবে। দুনিয়াতে সমস্ত জাতি ভীষণ কষ্ট পাবে এবং সমুদ্রের গর্জন ও ঢেউয়ের জন্য তারা বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হবে। (২৬)দুনিয়ার ওপর কী ঘটতে যাচ্ছে, তার ভয়ে লোকেরা অজ্ঞান হয়ে যাবে, কারণ সৌরজগত দুলাতে থাকবে।

(২৭)অতঃপর তারা ইবনুল-ইনসানকে ক্ষমতা ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে। (২৮)এসব ঘটনা যখন ঘটতে শুরু করবে, তখন তোমরা সোজা হয়ে ও মাথা তুলে দাঁড়াবে, কারণ তোমাদের মুক্তির সময় কাছে এসেছে।”

(২৯)তারপর তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, “ডুমুরগাছ ও অন্যান্য গাছকে লক্ষ্য করো। (৩০)নতুন পাতা বের হতে দেখলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো যে, গরমকাল কাছে এসেছে। (৩১)সেভাবে যখন তোমরা এসব ঘটতে দেখবে, তখন বুঝবে যে, আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে। (৩২)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সবকিছু না ঘটা পর্যন্ত এ-কালের লোকেরা শেষ হবে না। (৩৩)আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কালাম কখনো শেষ হবে না।

(৩৪)তোমরা সাবধান থেকে, যেনো তোমাদের মন ভোগবিলাসে, মাতলামিতে ও সংসারের চিন্তার ভারে নুয়ে না পড়ে। তা না হলে ফাঁদের মতো হঠাৎ সেই দিনটি তোমাদের ওপরে এসে পড়বে। (৩৫)কারণ সেই দিনটি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের ওপরে আসবে।

(৩৬)সব সময় সজাগ থেকে এবং মোনাজাত করো, যেনো যা-কিছু ঘটবে তা এড়িয়ে যাবার শক্তি এবং ইবনুল-ইনসানের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পাও।”

(৩৭)প্রতিদিনই তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিতেন এবং রাতের বেলা বাইরে গিয়ে জৈতুন নামের পাহাড়ে থাকতেন। (৩৮)সমস্ত লোক খুব ভোরে উঠে তাঁর কথা শোনার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে যেতো।